দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম সমাবর্তনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক প্যাসক্যাল ল্যামিকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করেন -ইত্তেফাক

উৎসবমুখর সমাবর্তন

ঢাবিতে আনন্দে মাতলেন গ্র্যাজুয়েটরা, কোন্দলে জড়িয়ে না পড়ার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

সমাবর্তনে উচ্ছ্বসিত গ্র্যাজুয়েটরা -ইত্তেফাক

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঈদ, পূজা বা বড়দিন নয়, উৎসবটি ছি
সমাবর্তন ঘিরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ইতিহাসে সব চাইতে বড় এ
সমাবর্তন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনে
সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত দিন। তাই স
ধরনের উৎসবের চেয়ে এটি ব্যতিক্রম
উজ্জ্বল। গতকাল শনিবার ঢাক
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম সমাবর্তে
অংশগ্রহণ করে অবিরত আনন্দে মেতে
উঠেছিলেন গ্র্যাজুয়েটরা। ড
সমাবর্তনস্থল নয় গোটা ক্যাম্পা
দিনভর মাতিয়ে রেখেছিলেন তারা
একইসঙ্গে বাংলাদেশকে 'সোনা
বাংলা' বা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ
হিসেবে গড়ে তুলতেও তাদের কণ্
ঝরেছে আত্মপ্রত্যয়ী স্লোগান
কথামালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
সমাবর্তন বক্তা, ভিসি, প্রো-ভিসি এব
অতিথিরা সমাবর্তন পৃষ্ঠা ১৯ কলাম

উৎসবমুখর সমাবর্তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিতে হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়কেই। ভবিষ্যতের যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্রেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সবার আগে। আর আজকের গ্র্যাজুয়েটদেরই আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. জিল্লুর রহমান। এ সময় তিনি বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পাদপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম জাতি গভীর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তাই এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা সার্বজনীন। তবে মত প্রকাশ প্রক্রিয়া যাতে কোনভাবেই সহিংস আকার ধারণ না করে তা নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের গৌরবময় অবদান রয়েছে। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। কিন্তু ছাত্রদের গৌরবময় অতীত আজ আর সেভাবে প্রতিফলিত হয় না। ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তঃদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়া জাতি প্রত্যাশা করে না। অতীত গৌরবকে ধারণ করে জাতি গঠনমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য তিনি ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

চ্যান্সেলর আরো বলেন, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে আমাদের উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তি ও জীব-প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে আমাদের পুরোপুরি সম্পৃক্ত হতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা কার্যক্রম নিবিড় ও সম্প্রসারণ করতে হবে। গবেষণার ফলাফল দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সমাবর্তন শোভাযাত্রা

সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে গতকাল গোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হয়ে উঠে। গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের পদচারণায় উৎসবের ক্যাম্পাসে পরিণত হয় রমনা-শাহবাগের সবুজ চত্বর। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে সমাবর্তনস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রবেশ করতে শুরু করেন গ্রাজুয়েটরা। সাড়ে ১০টার দিকে সমাবর্তন শোভাযাত্রা আরম্ভস্থল কার্জন হল প্রাঙ্গণে জমায়েত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অধিভুক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা। ১১টা ১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে সমাবর্তন শোভাযাত্রা শুরু হয়। সূর্যসিংপুল সংলগ্ন ফটক দিয়ে এটি সমাবর্তনস্থলে প্রবেশ করে। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর ১১টা ৪০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রথমে পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক থেকে বাণী পাঠ করা হয়। এরপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাপরিচালক প্যাসকেল ল্যামিকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি দেয়ার ঘোষণা দিয়ে তাঁর পরিচিতি (সাইটেশন) পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এরপর রাষ্ট্রপতি প্যাসকেল ল্যামির হাতে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রির সনদপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন।

সম্মানসূচক এ ডিগ্রি প্রদানের পর পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত ১০৪ এবং এমফিল ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৫৫ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর মোট ৬২টি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ৫৮ জন গ্রাজুয়েট-গবেষকের নাম ঘোষণা করা হয়। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী-গবেষকদের গলায় মেডেল পরিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান। এ বছর সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করছেন ১৬ হাজার ৯৮৪ জন গ্রাজুয়েট। আর অতিথি ছিলেন প্রায় তিন হাজার।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নেতৃত্ব দিতে হবে বাংলাদেশকেই : ল্যামি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম সমাবর্তনের অভিভাষণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাপরিচালক সমাবর্তন বক্তা প্যাসকেল ল্যামি বলেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে ভালো করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি ভালো অবস্থান তৈরি করছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব দিতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে এ দেশ। এক্ষেত্রে দেশটি যোগ্যতার সাথে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ এগিয়ে নিতে কাজ করছে। বিশ্ব বাণিজ্যের সুবিধা নিতে বিশ্বের স্বল্পোন্নত এবং গরীব দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশ প্রকৃত উদাহরণ। এ নেতৃত্ব নিয়মিতভাবে প্রদান করতে বাংলাদেশের যোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। প্রয়োজন ইন্টারনেট প্রজন্মের; যারা বাংলাদেশকে বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করবে।

সমাবর্তন বক্তা প্যাসকেল ল্যামি বলেন, নানা জটিল ইস্যু ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোন একটি বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছানো ডব্লিউটিও'র জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক বাধা রয়েছে। এ বাধা অতিক্রম করতে ডব্লিউটিও পরামর্শ ও সহায়তা দিচ্ছে। বাজারে সমতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এজন্য দেশগুলোকে তার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও জীব-বৈচিত্র্য কাজে লাগিয়ে বড় ধরনের পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। বিশ্ব বাজারে ব্যবসা পরিচালনায় বাংলাদেশ তাঁর সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে। এটি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, গার্মেন্টস খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ দেশের ফার্মেসী খাতের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এ সাফল্য অন্য খাতে প্রবাহিত করা এখন বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটি বাংলাদেশকে খুব সচেতনতার সাথে করতে হবে।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, সারাবিশ্বে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আজ গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ অবস্থা আগে ছিল না। একটা সময় ছিল যখন পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রনায়ক তৈরি করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংখল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয় এবং নেতৃত্বের পালাবদল ঘটে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অধিকাংশ নেতাই সাধারণ পরিবারের সন্তান। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের প্রধান পুরুষ বঙ্গবন্ধুও সেভাবেই নেতৃত্বে এসেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় উন্নয়নে ও সমতাপূর্ণ বিশ্ব নিশ্চিত করতে নেতৃত্ব তৈরির কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ।

সমাবর্তনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। এরপর রাষ্ট্রপতি সমাবর্তনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।